অশ্রুকণা।

ধরেন্দ্রবালা সিংহ প্রণীত।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক—

শ্রীপূর্ণেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বি, এ।

রায়পুর হাউস,

৮২নং ল্যান্সডাউন রোড, ভবানীপুর।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস,

প্রিণ্টার—শ্রীঅধরচন্দ্র দাস,

৭১।১নং মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচীপত্র।

ভূমিকা

"অশ্রুকণা" সরলহৃদয়ের পবিত্র শোকাশ্রু। ইতিপূর্ব্বে এই শ্রেণীর যে কয়েকখানি গীতিকাব্য প্রকাশিত হইয়াছে, ইহা ঠিক সে শ্রেণীর নহে। শরৎপ্রভাতে ক্ষুদ্র শেফালিকা যেমন আপনিই তরুতলে ঝরিয়া পড়ে, এই অশ্রুপুষ্পগুলিও তেমনি আপনার ভাবে আপনিই ঝরিয়া পড়িয়াছে। নিপুণ শিল্পীর অঙ্কন-নৈপুণ্যের বর্ণ-বৈচিত্র্য এই কবিতা-পুষ্পগুলিতে পরিস্ফুট হয় নাই, কিন্তু নিরাভরণা ধুতুরার মত এমন একটী সরল উদাস সৌন্দর্য্য বিকশিত হইয়াছে, যে নিরাভরণেই তাহাকে অধিকতর মনোরম করিয়াছে।'

বঙ্গভারতীর অর্ঘ্য আজ শতভক্তের উপহার শতপুষ্পে অলঙ্কৃত; অশ্রুকণারচয়িত্রীর এই ক্ষুদ্র শুভ্র অশ্রুপুষ্পটীও সেই অর্ঘ্যে আপনার বিশেষত্বে যে স্থান পাইবার যোগ্য হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

যদিও কর্ম্মের প্রবল উৎসাহ, বীরের উদ্যমগীতি, অথবা শোকের প্রবল উচ্ছ্বাস, সিন্ধুর ভৈরব গর্জ্জন এই গীতিকাব্যে ঝঙ্কৃত হয় নাই, তথাপি একটী তরুণজীবনের আশাহত হৃদয়ের করুণ উদাস সুর দূর বৈতরণীর পরপার হইতে কর্ম্মচঞ্চল মানবজীবনে যেন বিরাগের পরমা শান্তির একটী আভাস আনিয়া দিতেছে বলিয়া মনে হয়। এবং সেই সঙ্গে মনে হয়, গ্রন্থকর্ত্রীর তরুণজীবন যেন এই অশ্রু-পুষ্পের রূপে বিকশিত হইয়া 'অশ্রুর' কণার সহিত আরাধ্যের পদতলে ঝরিয়া পড়িয়াছে।

নিবেদন

এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি পূজনীয়া ভাজবধূর অতি আদরের বস্তু ছিল। বিগত ১৩২০ সালে আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর গিরীন্দ্র নারায়ণ সিংহ মহাশয়, বর্ষীয়সী জননীদেবী ও আমাদিগকে বিপুলতর শোক সাগরে ভাসাইয়া একটী মাত্র শিশু পুত্র রাখিয়া ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। তাহার কিয়ৎকাল পরে আমরা এই পুস্তকের কথা জানিতে পারি, এবং ইহার অধিকাংশ কবিতাই এই সময়ে লিখিত। পরে গত ২৩ শে ভাদ্র তারিখে যখন ভাজবধূও আমাদের মায়া পরিত্যাগ করিয়া মানবের চিরবাঞ্ছিত সুখময় পবিত্র-ধামে গমন করিলেন, তখন তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্যই আমি ইহা প্রকাশ করিতে যত্নবান্ হই। এই পুস্তকে কৃতিত্বের পরিচায়ক কিছু আছে কি না জানি না; তবে ইহা সহৃদয় ব্যক্তির বিন্দুমাত্র কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইলেই আমার যত্ন সফল বলিয়া মনে করিব।

জনৈক সহৃদয়া বিদুষী পুরমহিলা ইহা পাঠ করিয়া, ভূমিকারূপে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আমি কিঞ্চিৎ আশান্বিত হইয়াছি, এবং এই সহৃদয়তার জন্য তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম উকীল পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘটক এম, এ, বি, এল মহাশয় কৃপাপরতন্ত্র হইয়া এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপিখানি আদ্যোপান্ত সংশোধিত করিয়া আমাকে অসীম স্নেহপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতাসহকারে জানাইতেছি যে আমার পরম বন্ধু কবিরাজ শ্রীযুক্ত আশুতোষ কাব্যতীর্থ ভিষগাচার্য্য মহাশয় মুদ্রাকর-প্রমাদসংশোধন প্রভৃতি মুদ্রালয়-সংক্রান্ত সমুদয় কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া, যথার্থ বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ যথেষ্ট পরিশ্রম ও ত্যাগস্বীকার পূর্ব্বক এই পুস্তকপ্রকাশে আমাকে প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার এই সাহায্য না পাইলে ইহা আমার পক্ষে নিতান্ত দুষ্কর হইত। ইতি।

রায়পুর হাউস্,
৮২নং ল্যান্সডাউন রোড,
ভবানীপুর।
৩০শে অগ্রহায়ণ, ১৩২৩ সাল।

বিনীত—
শ্রীপূর্ণেন্দ্রনারায়ণ সিংহ।

অশ্রুকণা

১

উৎসর্গ।
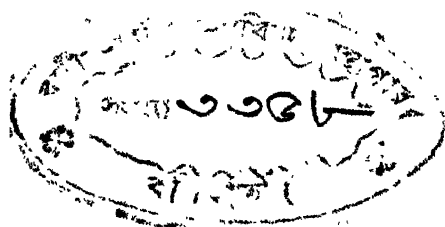
কণা কণা ক'রে যত অশ্রু আমি
ঢেলেছি তোমার লাগি'
লও লও তাই হে জীবনস্বামি।
হে মোর দুখের ভাগী;
দিয়েছিলে যাহা তা' ছাড়া আমার
কি আর দিবার আছে?
সুখী হও যদি হাসিয়া আবার
দাঁড়াব তোমার কাছে॥

উপহার।

হৃদয়-কানন হ'তে
তুলিয়া কুসুম-চয়
প্রেমের অঞ্জলি পদে
দিলাম হে প্রেমময় !
যাহা কিছু ছিল মোর
সকলি বিলা'য়ে দিছি
শুধু গো অন্তর-তম
তব তরে রাখিয়াছি
হৃদয়-উচ্ছ্বাস গুলি
গাঁথিয়া কবিতা-হারে
অশ্রুপূত শুভ্র করি
প্রদানিতে তব করে।
এ মোর মর্ম্মের অশ্রু
কারে দিব উপহার
তুমি বিনে কে বুঝিবে
আমার এ গুরুভার ?

শোকের পসরা বহি
　　হ'য়েছি পাগলপারা
লও অৰ্দ্ধভাগ তার
　　আমি যে তোমার (ই) দারা।
শিখিয়াছি তব ঠাঁই
　　মুক্তি আছে কবিতায়
হৃদয়ের ব্যাকুলতা
　　কভু না নিষ্ফল যায়।
তুমি স্বামী, তুমি গুরু
　　তুমি সখা প্রাণেশ্বর
তোমার (ই) কারণে অশ্রু
　　ফেলিয়াছি নিরন্তর ;
আদরে সোহাগে সুখে
　　ধরি তা' কবিতাকার
উঠিয়াছে, লও প্রভু !
　　প্রিয়ার এ উপহার ॥

৩

এল না।

যে যায় সে ফিরে আসে
বিধাতার এ নিয়ম
আমি তো দেখি না সখে!
কভু তার ব্যতিক্রম।

নিশাপতি শশধর
লুকায় উষার কোলে
আবার সে ফিরে আসে
দিবা অস্তমিত হলে।

নদীর লহরী রাশি
মিশে যায় নদী-নীরে
আবার তো প্রাণসখা!
সে লহরী আসে ফিরে।

ধরায় বসন্ত বটে
ছ'দিনে ফুরা'য়ে যায়

কিন্তু প্রিয়তম! সে তো
ফিরে আসে পুনরায়।
আমার হৃদয় শুধু
দুখ-মেঘে অন্ধকার
এল না ফিরিয়া মোর
সুখের আলোক আর॥

৪

চুপে চুপে।

চুপে চুপে এসেছিনু
ভেবেছিনু কোন (ও) রূপে
সাধি' জীবনের কায
চলে যাব চুপে চুপে।

কিন্তু সে বাসনা হায়!
পূরণ হল না মোর
বাঁধিল সংসার মোরে
দিয়া যে বিষম-ডোর!

পিতামাতা স্নেহভরে
এই ক্ষুদ্র লতিকায়
দেছিলেন জড়াইয়া
সংসার-তরুর গায়—

ক্রমে ক্রমে বাড়ি' হায়
অগণিত শাখা তার
দাঁ'ড়ায়ে এখন শুধু—
করিতেছে হাহাকার!

জীবনের কোন কায
　　সফল হল না হায় !
চুপে চুপে শুধু আজ
　　হৃদয় ভরিয়া যায় ।

চুপে চুপে কত আশা
　　জেগেছিল বুকে মোর
চুপে চুপে পলকেতে
　　মিলা'ল আঁধারে ঘোর ॥

৫

ভুল ভাঙ্গা।

আজ ভেঙ্গে গেল সই! জীবনের ভুল;
তার তরে কভু আর
করিব না হাহাকার
বিঁধেছে বিঁধুক বুকে তীক্ষ্ণতম শূল।
সে যদি আমার হয়
পাব তারে সুনিশ্চয়
যে দেশে নাহিক সখি যাতনা অকূল।

আজ ভেঙ্গে গেল সই! জীবনের ভুল;
মরিয়াছি অনুরাগে
হায়! বুঝি নাই আগে
এ জগতে হরি শুধু আশ্রয় অতুল,
আজিকে মেলিয়া আঁখি
চাহিয়া দেখিনু সখি!
আর সবই শূন্য যেন আকাশের ফুল।

———

৬

এস, অশ্রু এস।

জীবনের সঙ্গিনী আমার
আয়-আয় প্রিয় অশ্রুধারা !
তোরে পেয়ে জুড়াইবে মোর
এ হৃদয় পাগলের পারা।

হাসি, খেলা, আমোদ, আহ্লাদ
সবই মোর গিয়াছে চলিয়া,
এবে শুধু তুই লো ! সম্বল
জুড়া তুই এ তাপিত হিয়া ॥

সংসারের কোলাহল আর
ভাল নাহি লাগে কাণে মোর,
নিরজনে আপনার মনে
তোরে ল'য়ে রহিব বিভোর।

সুগভীর নীরবতা মাঝে
কাঁদিব গো পরাণ খুলিয়া,
জীবনের ক'টা দিন রাত
এইরূপে যাইবে চলিয়া।

৭

নীরবে।

কি যে গো দারুণ ব্যথা
আমার এ বুকময়
কি তীব্র অনলে যে গো
পুড়িতেছে এ হৃদয়।

নীরবে হৃদয়ে আছে
কত যে গভীর ব্যথা
একটী দিনের তরে
বলিনি একটী কথা।

আজি অতীতের স্মৃতি
জাগিতেছে সমুদয়
আজ যে গো পোড়া বুকে
কেবলই উচ্ছ্বাস বয়,
আর যে নীরবে হিয়া
থাকিতে পারে না হায়!
নীরবে নীরবে যে গো
হৃদয় ফাটিয়া যায়,

তাই সে তোমারে কব
একটী মনের কথা
একবার শুনে যাও
যে'য়ো শেষে যাবে যথা।
না গো না কব না আর
নীরবেই থাক্ থাক্
মরমের কথা মোর
মরমেই মিশে যাক্।
কব না মুখ-টি ফুটে
কখনো কখনো আমি
যায় যাবে বুক ফেটে
ব্যথা ও তো যাবে থামি'।
মরমের কথা মোর
নীরবে মরমে রবে
যখন পরাণ যাবে
মোরই সাথে সাথী হবে ;
সুখ, শান্তি নীরবেতে
হইয়াছে সমাধান
কোন সাধ নাহি আর
কোন ভাষা, কোন গান।

আমি যে গো শু'য়ে আছি
চির-নীরবতা কোলে
তবে আর কি হইবে
মিছে দু'টো কথা ব'লে ?

নীরবে নীরবে থাক্
মরমের ব্যথা মোর
নীরবে নীরবে হোক্
জীবনের নিশি ভোর।

———

৮

তুমি কাঁদিয়ো তখন।

(যবে)　পবিত্র জাহ্নবী-জল
চিতাভূমি হেরে মোর
ধীরে ধীরে আসিবেন
করিতে চুম্বন
(তুমি)　কাঁদিয়ো তখন।

প্রাণশূন্য এই তনু
ভূমিতলে লুটাইবে,
মৃত্যুর কালিমা মাখা
যুগল নয়ন
(তুমি)　কাঁদিয়ো তখন।

আশা, প্রেম, ভালবাসা
বাসনার মরীচিকা—,
ত্যজিয়ে আমারে যবে
করিবে গমন
(তুমি)　কাঁদিয়ো তখন।

নির্ব্বাপিত ভালবাসা
যাতনার দাবানল
জ্বালা'তে হৃদয় আর
পাবেনা যখন—,
(তুমি) কাঁদিয়ো তখন।

অভিমান, অশ্রুজল
অপমান, উচ্চমান,
পারিবে না যবে আর
করিতে দহন,—
(তুমি) কাঁদিয়ো তখন।

এত যতনের প্রেম,
অযতনে চলে' যাবে
কোন্ অজানিত দেশে
ছায়ার মতন,
(তুমি) কাঁদিয়ো তখন।

নিমীলিত নেত্রদ্বয় ;
পৃথিবীর শোক দুঃখ
হেরিব না, চিরতরে
করিব শয়ন
(তুমি) কাঁদিয়ো তখন।

জীবনের শেষ দিনে
সব খেলা ফুরাইবে
চিতা বুকে সেই দিন
দিব আলিঙ্গন
(তুমি) কাঁদিয়ো তখন।

৯
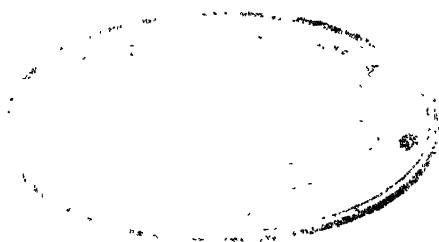
কিসে তরি।

এ ভব-ভবনে প্রভু !
কেন গো পাঠা'লে মোরে ?
কেন বা বাঁধিলে হায় !
দারুণ মায়ার ডোরে ?
পাঠাইতে এ ধরায়
অভাগীরে প্রয়োজন
ছিল যদি, বল তবে
ওহে কংস-নিসূদন
জনম মাত্রেতে তার
নিলে না পরাণ কেন,
শতপাকে সংসারেতে
কেন বা বাঁধিলে হেন ?
সুদীর্ঘ মিয়াদে যদি
সংসার গারদে হায়
নিদারুণ হ'য়ে নাথ !
পাঠাইলে এ জনায়,
কেন তবে সাধ, আশা
দিয়া গঠিলে গো হিয়া,

অশ্রুকণা।

কেন বা হৃদয় খানি
ভরিলে প্রণয় দিয়া ?
পিতা গো চরণে ধরি
এ গারদ হ'তে মোরে
উদ্ধার কর গো ত্বরা
একবিন্দু কৃপা ক'রে।
দূর হ'তে মনে হয়
মধুমাখা এ সংসার
নিকটে এলেই কিন্তু
হিয়া পুড়ে হয় ছার।
সুন্দর বিজলী যথা
হৃদয়ে অনল ধরে,
সংসার তেমনি রাখে
হৃদয়ে গোপন ক'রে
যাতনার তীব্রবিষ ;
আঁখি তাহে হারা দিশে
বল নাথ ! দয়া করি'
এ বিপদে তরি কিসে ?

১০

ঊর্ম্মিমালা।

ওই ক্ষুদ্র বুক মাঝে
কত ব্যথা পেয়ে হায়!
ছোট ছোট ঊর্ম্মিগুলি
দিগন্তে ছুটিয়া যায়।
না হইতে ওর হায়
জীবনের খেলা শেষ;
বিষাদে পড়িবে লুটি'
না রহিবে চিহ্নলেশ।
হায় রে হৃদয় ওর
ভেঙ্গে যাবে যাতনায়
লুকাইবে ভাঙ্গা হিয়া
ডুবিয়া অনন্ত-পায়।
কে তার ব্যথার ব্যথী
হবে বল এ ধরায়?
এ দেশে সবাই মত্ত
অনুক্ষণ আপনায়।

এ দেশে সবার মুখে
উদার সরল ভাষা
শুনিলে মরম মাঝে
জেগে উঠে কত আশা ;
কিন্তু এ বিফল সব
একবিন্দু নাহি ফল,
এ দেশে শঠতা ভরা
মানব-হৃদয় তল।
সবাই শুনিতে চায়
আপন প্রশংসা-গান ;
পরের প্রশংসা শুনি'
ভেঙ্গে যেন যায় প্রাণ ;
শুনিলে পরের সুখ
মরমে উপজে ব্যথা
সবাই তুলিতে চায়
নিজের উন্নত-মাথা।
হেন দেশে ব্যথিতেরে
কে করে সান্ত্বনা দান
ঊর্ম্মিমালা মত তার
অনন্তে লুকায় প্রাণ।

তোমরা তো উর্ম্মিমালা
যেতেছ অনন্ত দেশ
হবে সেথা অবসান
দেহ সনে সব ক্লেশ ;
আমার এ বুক ভরা
অনন্ত বেদনাচয়
যাবে কি কখন (ও)? এ যে
ম'লে ও যাবার নয়॥
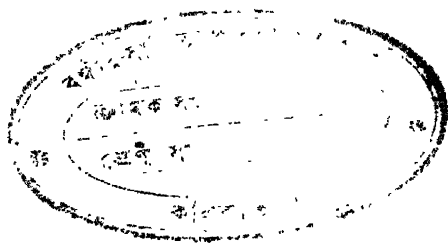
গাব শুধু গান।

যে ক'দিন আছি পৃথিবীতে
সে ক'দিন গাব শুধু গান
আর কিছু মাগি না ধরায়
চাহি না ক' প্রেম-প্রতিদান।
যমুনার কূলে ব'সে থাকি
উপরে বিমল নীলাকাশ
শুভ্র ধরা-কিরণ-শোভিত
চন্দ্রমার জোছনা বিকাশ ;
দিগ্‌বধূ সবে চেয়ে রবে
বিস্মিত নয়নে মোর পানে
তাহাদের প্রেমের বারতা
ভাবিব পশেছে মোর কাণে ;
গাব আমি পরাণ খুলিয়া
যতদূর চায় মোর প্রাণ
শুনিয়া আমার দুঃখ-গাথা
স্রোতস্বিনী বহিবে উজান।

জগতের জন-কোলাহল—
অশান্তি ভাসিছে শুধু তায়,
মানবের আঁখি-কোণে শুধু
স্বার্থের কালিমা দেখা যায়।
পশিব না জনতা-মাঝারে
দেখিব না মানুষের মুখ
সেথা নাহি এমন সরল
প্রকৃতির মধু-মাখা সুখ,
জীবনের আছে যে ক'দিন
সে ক' দিন রহিব হেথায়
আপনার গানে মগ্ন হ'য়ে
আপনার স্বপ্নের নেশায়।
কেহ শুনিবে না কভু মোর
বিরহের এ বিষাদ-গান
ব'য়ে যাবে যমুনা কেবল
কলকলে তুলিয়া সে তান।
চাঁদের আলোতে বসি'
যমুনার পানে চেয়ে হায়
আমার মনের কণ্ঠখানি
কত গীতি-কথা গেয়ে যায়,

সেই গীতি, সেই কথা আমি
গাহিব আপন মনে মনে
যেথা শুধু পাপিয়ার স্বর
কাঁপিছে আকাশে, জলে, বনে ॥

১২

ছাই।

আমি যে কি, তোরা ভাই!
কেমনে জানিবি তাহা
ভাষায় না পাই খুঁজি'
আমি ভাই! হই যাহা।
কি করিবি শুনি' তোরা
আমি কি অধম ভাই
কি শুনিবি আমি যে রে
শুধু ভস্ম শুধু ছাই।
নহি আমি বসন্তের
বাতাসে মলয় বাণ;
মধুর বাঁশরী-মুখে
করুণ পুরবী তান।
আমি নহি ভ্রমরের
মধুর গুঞ্জিত স্বর
নহি রে ফুলের হাসি
পূর্ণিমার শশধর।

অশ্রুকণা।

নহি রে তারকা আমি
অট্ট হাসি চপলার
নহি আমি মেঘমালা
চাতকিনী বরিষার।
নহি আমি লতাপাতা
নহি আমি তৃণ-কণা
এ ধরায় আমি যে রে
অভাগিনী অতুলনা;
তৃণকণা মোর চেয়ে
ভাল যে রে শতবার,
এ জগতে আছে ভাই!
দাঁড়াবার ঠাঁই তার।
মোর তরে বিন্দু ঠাঁই
মিলে না এ ধরা দেশে
কালের অনন্ত স্রোতে
কেবল (ই) যেতেছি ভেসে;
আমি যে কি তাহা তোরে
কেমনে বুঝাব ভাই!
আমি যে কি আমি তাহা
ভাবিয়া নাহিক পাই।

তবে এই মাত্র বুঝি
এই মাত্র জানি ভাই।
আমি জগতের শুধু
ছায়া কিম্বা হেয় "ছাই"॥

—

১৩

বিদায়।

দয়াময়ী বসুধা মা!
তোর ওই রাঙ্গা পায়
জনমের তরে আজ
অভাগী বিদায় চায়।
কেন গো করিস্ মানা
দিস্ না বিদায় কেন?
অভাগীরে নিয়ে তোর
কেন টানাটানি হেন?
তোর বুকে এত যদি
হাসির ফোয়ারা ছুটে,
এ বাদর-ঝরা বারি
কেন আর সেথা লুটে?
আমি গেলে জগতের
কোন ক্ষতি নাহি হবে
এখন (ও) যা আছে হেথা
তখন (ও) তাহাই রবে।

যেমন হাসিছে শশী
উজলি' গগণতল
যেমন বহিছে বায়ু
ল'য়ে ফুল-পরিমল
তখন (ও) তেমনি করি'
হাসিবে,—রহিবে তারা
তুই ও যাবি ঘুরে ঘুরে
আকাশে তেমনি ধারা
সকলি তেমনি রবে
কিছুই যাব না নিয়ে
যদি কিছু নিয়ে থাকি
তাও যাব ফিরে দিয়ে
জগতের কিছুতেই
নাহি মা আমার টান
নীরবে এসেছি, হব
নীরবেই অবসান ;
কেবল লইয়া যাব
মন পোড়া দাবানল
বুক ভরা দীর্ঘশ্বাস
প্রাণ গলা আঁখিজল

আর যাব ল'য়ে ও মা
হৃদয়ের সেই স্মৃতি
যা' ছাড়া কিছুতে আর
অভাগীর নাহি প্রীতি ।
কেন গো দিস্ না তবে
বিদায় এ অভাগীরে
কেন গো রাখিতে মোরে
চাস্ শত বুক চিরে ?
আর না, বিদায় দে গো
ল'য়ে ওই ক'টি ধন
যাই বৈতরণী-নীরে
দিতে আত্মবিসর্জ্জন
এখানে তো কর্ম্মভোগ
এবার ভুগিনু ঢের
দেখি বৈতরণী-তীরে
পরিণাম জীবনের ।

১৪

বাঁশী।

কি গান গাহিছে বাঁশী
তুলিয়া ললিত তান
সে গানে মোহিত মোর
একফোঁটা ছোট প্রাণ।
কে যাবি মরণ-তীরে
বাঁশী ডাকে বার বার
যে যাবি সে ছুটে আয়
মিছে কেন দেরী আর?
মরণ-তীর্থের মাঝে
সিনানে অক্ষয় ফল
সে তীর্থে শীতল হয়
তাপিতের হিয়া-তল।
হরিদ্বার, কাশী, গয়া
তাহাতে কি ফল ছাই.
এ তীর্থের সম ফল
কোথায়—কোথাও নাই।

এ তীর্থেতে চিরতরে
সদ্য মোক্ষলাভ হয়
সদ্য মোক্ষফল লাভ
আর কোন তীর্থে নয়।
ওই শুন বাঁশী পুনঃ
পঞ্চম তানেতে গায়
কে যাবি মরণ দেশে
আয় আয়—ছুটে আয়।
সে দেশে শান্তির বারি
সদা বহে ঢল ঢল
জুড়া'তে দগধ হিয়া
তেমন কি আছে বল?
ওই শুন বাঁশী বুঝি
কহিছে আমারে হায়
"চল সেথা দেখা হবে
তার সনে পুনরায়"—
কে তুমি বাজা'য়ে বাঁশী
ডাকিছ এ অভাগীরে?
ছুটিব ও সুর ধরি
মুছিব এ আঁখি-নীরে!

১৫

মরণ।

চিনি না মরণে আমি
কোথায় বসতি তার
কে জানে তাহার আদি
কোথায় বা পরপার ?
মরণ—মরণ শুধু
শ্রবণে শুনিতে পাই
মরমে উদিলে ব্যথা
মরণে শরণ চাই
মরণের কোল বুঝি
দুখহরা শান্তিময়,
তার কোলে শুয়ে বুঝি
সব জ্বালা দূর হয়
কিন্তু তারে ভয় হয়
পাছে ল'য়ে গিয়ে মোরে,
এ আলোক হ'তে ফেলে
বিকট আঁধার ঘোরে

যদিও জীবনে মোর
　　　　সুখ, শান্তি কিছু নাই
যদিও প্রত্যেক পলে
　　　　মরণে শরণ চাই—
তবু তার পাশে যেতে
　　　　মরমে উপজে ব্যথা
কি জানি লইয়া যাবে
　　　　অজানা দেশেতে কোথা।
সেই ভয়ে মরণেরে
　　　　চাহে না হৃদয় মম
মরণ হইতে ভাল
　　　　জীবনের গাঢ় তম ;
চাহি না মরণে আমি
　　　　কি হবে লইয়া তায় ?
এ জীবন তবু ভাল
　　　　হেসে কেঁদে চ'লে যায়॥

১৬

কোথা তুমি ?

কেন মোর হিয়া ভরা
হায় হায় এত দুখ,
এ জগতে কেন আমি
পাই না একটু সুখ ?
এ জগতে সকলের
হিয়া সুখে দুখে ভরা
মোর সম শুধু দুখে
হায় কে জীবনে মরা ?
এ জগতে সবাই তো
হাসে কাঁদে অবিরল
মোর সম চিরকাল
বহে কার চোখে জল ?
এ জগতে সবার তো
অভাব পূরণ হয়
মোর সম আমরণ
কাহার অভাব রয় ?

এ জগতে একাকিনী
কেন আমি একপাশে
কেন কেহ নাহি ডাকে
আদরে কি স্নেহ-ভাষে ?
বিষাদ রোদন মোর
চারিদিক্ ফেলে ছেয়ে
তবু কেন অভাগীরে
কেহ নাহি দেখে চেয়ে ?
মোর বেদনায় কেন
কেহ না ব্যথিত হয়
এ জগতে আমার কি
কেহ আপনার নয় ?
এ জগতে অণু কণা
আমার কি কিছু নাই
আমি কি গো এ বিশ্বের
শুধু আবর্জ্জনা ছাই ?
পাষাণের স্তূপ সম
যে কঠিন ব্যথা হায়
র'য়েছে এ বুকে, আমি
ব'লে তা জানাব কা'য় ?

অশ্রুকণা।

ঊষাকালে পাখী যবে
গায় সুললিত গান,
বিনিদ্র আমিও তবে
তুলি' বিষাদের তান।
নিশীথ সমীর যবে
বহে করি' শন্ শন্
তখন (ও) তাহার সনে
মিশে যায় সে রোদন।
তবু সে বিষাদ-গীতি
বাজে বল প্রাণে কার ?
দিগন্তে কেবল করে
প্রতিধ্বনি হাহাকার!
পরের ব্যথায় হায়
হৃদয়ে বেদনা পায়
একজন হেন কি রে
নাহি তবে এ ধরায় ?
না থাক্ তুমি তো আছ
শান্তিদাতা প্রিয়তম,
ঢালিনু তোমারি পদে
দুখের পসরা মম।

১৭

সুখের কাঙ্গাল।

এখনো—এখনো কেন
আমার পরাণ মন
সুখ-মরীচিকা আশে
ধাইতেছ অনুক্ষণ!
সুখ,—সে যে মরীচিকা
আকাশ-কুসুম সম
কেন তার আশে মিছা
পরাণ আকুল মম?
সুখ-আশা জন্মশোধ
দে রে মন বিসর্জ্জন,
মরুভূমে বারি সে যে
হেথা নাই সে রতন।
সুখ-মরীচিকা আশে
পরাণে যাতনা কত
ছেড়ে দে তাহার আশা
ঘুচিবে বেদনা যত।

অশ্রুকণা।

কে তোরা বল্ না মোরে
চলিস্ সুখের কাছে
তবে কি জগতে ভাই
প্রকৃতই সুখ আছে ?
"সুখ—সুখ" করে কেন
আকুল পিপাসি-প্রায়,
হায় মন বারি ভ্রমে
ছুটিতেছ সাহারায় ?
কারে তুমি সুখ বল
তাহারে কি চেনো ভাই !
আমি তো জীবনে কভু
তার মুখ দেখি নাই।
আমি কত খুঁজে তারে
পাই নাই একটুক্
আমার ধারণা তাই
এ জগতে নাহি সুখ।
তার তরে কত আমি
ঘুরিয়াছি দেশে দেশে
আর না ছুটিব কভু
লুব্ধ পাগলিনী বেশে।

সুখের-কাঙ্গাল হ'য়ে
সংসার-তরুর তলে
থাকির না, যায় ইহা
যাক্ মোরে পদে দলে'
কেন রে সুখের তরে
সতত কাঁদিস্ প্রাণ!
ধরণী সুখের, এ তো
নহে কাঁদিবার স্থান।
ধরণী স্বর্গের দ্বার—
জাননা কি মূঢ় মন!
তবে "সুখ—সুখ" করে'
কেন কাঁদ অনুক্ষণ?
সুখ দুখ মানবের
জীবন-উদ্দেশ্য নয়
মানব-জীবন শুধু
পালিতে কর্ত্তব্য-চয়
বিমল স্বর্গীয় জ্যোতি
বিমল পুণ্যের আলো
কেন রে বিষাদে মন
সদা অশ্রু-নীর ঢাল?

এই মাত্র নিবেদন
তব পা'য় ভগবান
যে ক'দিন এ ধরায়
রহিবে এ পোড়া প্রাণ
সবে যেন ভালবাসি
ভাবিয়া ভগিনী ভাই
সাধিয়া তোমার কায
যেন তব পাশে যাই।

১৮

সাধ।

বড় সাধ হয় মনে মানবের ব্যথারাশি
এ ক্ষুদ্র হৃদয় পাতি' লব আনন্দেতে ভাসি'।
বড় সাধ হয় মনে যেথা বহে আঁখি-জল
সেথা প্রসারিব কর ভুলি' নিজ শোকানল।
বড় সাধ হয় মনে ভালবাসা দিয়ে আমি
অনাথ আতুর জনে তুষিব দিবস যামি।
বড় সাধ হয় মনে নদীর লহরা হ'য়ে
মিটা'তে পরের তৃষা দেশে দেশে যাব ব'য়ে।
বড় সাধ হয় মনে মানবের সুখে দুখে
স্বার্থেরে আহুতি দিব যেন গো অনল-মুখে।
বড় সাধ হয় মনে প্রাণেশ-প্রণয় স্মরি'
বিশ্বের সবারে আমি লব আপনার করি'।
বড় সাধ হয় মনে কাযে, মনে, দেহে ভাই!
ভগবৎ-প্রেম-গীতি উঠে যেন সর্ব্বদাই ॥

১৯

কেন?

আমি তো শোকের ভার
লইতে এ ধরা-পরে
আসিয়াছি, তা বলে' কি
কাঁদিব গো চিরতরে?
বিধাতার প্রেমরাজ্য
এ বিশাল ধরাতল
কত হাসি, কত খেলা
চলে হেথা অবিরল।
আমি সে হাসিতে কেন
মিশাব নয়ন-লোর
হাসিতে কেবল কি রে
নাই অধিকার মোর?
আমি এ জগৎ মাঝে
যে ক'দিন বেঁচে রব
পরের হাসিটী নিয়ে
কেবলি কি সুখী হব?

২০

একা।

আমি তো গো একা এই বিশাল ধরায়
একাকী এসেছি ভবে
একাই যাইতে হবে
কে যাইবে সাথে ভালবাসিয়া আমায় ?
তবে কেন একা বলে'
সতত পরাণ জ্বলে
জগতে দোসর কেন মন তবে চায় ?

এ ধরায় কেবা কার আপনার হায় ?
জগতে সবাই পর
শুধু পরে ভরা ঘর,
সংসার কি ? এ তো পান্থশালা বই নয় ;
তবে মিছা কার তরে
পরাণ এমন করে
কার তরে ক্ষোভে ভরা বল এ হৃদয় ?

অশ্রুকণা।

কেন গো সংসার-মায়া আমার ভিতর ?
এ আমার ও আমার
আমার (ই) এ ঘর দ্বার
এ আমার আপনার ও আমার পর—
এ কথা মরম তলে
কে সে বার বার বলে
মিথ্যাবাদী প্রতারক সে যে ঘোরতর।

কোন্ তুচ্ছ অণু কণা আমি এ ধরার
এ পর ও আপনার
কেন করি এ বিচার
করিতে এ দলাদলি কোন্ অধিকার ?
তোমারি জগৎ প্রভু !
কেন তা ভাবি না কভু ?
তুমি তো মহান্, আমি অতি তুচ্ছ ছার।

একা এ ধরায় আমি পড়ে আছি হায় !
কাঁদিয়া ভিজা'লে বুক
কেহ নাহি তুলে মুখ
আমারে যে দেখে সেই পায়ে দলে' যায়।

যাক্ তায় কেন কাঁদি
তুমি তো দয়াল বিধি
একটী মুহূর্ত্ত তরে ভুলনি আমায়।

যদিও এসেছি আমি একাকী মরতে
জানি হে ভুবনস্বামি!
তোমার (ই) প্রেরিত আমি
সাধিতে তোমার (ই) কায এসেছি জগতে
তোমার (ই) আদেশ ধরি'
একাকী এসেছি হরি
তবে কেন কাঁদি নাথ! একা এ মরতে?

নাই বা কেহই মোর রহিল ধরায়,
তুমি তো করুণাময়
অভাগীর পর নয়
তুমি তো পালিছ মোরে তনয়ার প্রায়।
যাহার সবাই আছে
সে জন তোমার কাছে
যেমন মমতা স্নেহ অবিরত পায়,

আমিও তেমনি পাই তোমার যতন

তবুও জানি না কেন
পরাণ কাঁদিছে হেন
জগতে দোসর প্রভু তবু চায় মন,
তোমারে করুণাময়!
সকলে দয়াল কয়
অভাগীরে করি' আজ দয়া বিতরণ
ছিঁড়ে দাও এ কঠিন মোহের বন্ধন
যে মোহে মজিয়া আমি
তোমারে অন্তরযামি!
একেবারে ভুলে আছি জনম-মতন,
তোমার আদেশ প্রভু
মনেও পড়ে না কভু
একা বলে' করিতেছি কেবল রোদন।
কে আমায় বলে একা
তুমি যে প্রাণের সখা
অপর দোসর মোর কিবা প্রয়োজন?
এই কর দয়াময়
যেন মোর এ হৃদয়
তোমার জগত-হিতে থাকে অনুক্ষণ॥

২১

সাগর কূলে।

সুদূর সে পুরীধামে
বসিয়া সাগর-কূলে
সমুদ্র-কল্লোলে মোর
প্রাণের রাগিণী তুলে'
বসেছিনু নিরিবিলি ;
অসীম নীলাম্বুরাশি
আছাড়িয়া পড়েছিল
মোর পদতলে আসি'।
উথলিত সিন্ধু-বক্ষে
তরীখানি ভেসে যায়
কাহার বিরহ-গীতি
কে যেন গাহিছে তায়।
বুঝি সিন্ধু পারে বসি'
অনিমেষে চেয়ে ছিলে
বিজনে বিরহ-ব্যথা
তরঙ্গে ভাসা'য়ে দিলে ?

অশ্রুকণা।

চিনেছি তোমারে সখে!
দেখিয়া সমুদ্র-তীরে
আমার এ শূন্য হৃদি
সহসা ভরিল ধীরে।
বুঝি সেই নীল জলে
তোমারে দেখেছি তথা
বুঝি বিহগীর গীতে
শুনেছি তোমার কথা।
তুমি এ হৃদয়ে আছ
আলো করি নিশি দিন
তোমারি তো অণু কণা
তোমাতে হইব লীন;
হাসি গেছে, রঙ্গ গেছে
এ হৃদয় ভাঙ্গা ঘর
তবু তুমি এস হেথা
তুমি আর নও পর।
জীবনের পথে যেতে
পেয়েছি তোমার দেখা
আর কিছু ভাবি না'ক,
আর আমি নই একা।

তুমি ধ্বনি—আমি তব
প্রতিধ্বনি, জেনো তাই
তুমি আছ বলে' আছি
একেলা কোথাও নাই!

২২

প্রার্থনা।

এ দেহ, হৃদয়, মন
বিভো গো ! তোমারি দান
তোমারি তো দান মম
দুর্ল্ভ মানব প্রাণ
তোমারি দয়ায় আমি
কিবা না পেয়েছি হায় !
আমারে আলোক দিতে
রবি শশী আসে যায়।
আমারি সুখের তরে
অনিল বহিছে ধীরে
আমারি মিটা'তে তৃষা
নদী ফিরে তীরে তীরে ;
প্রকৃতির চারু শোভা
সে তো গো আমারি তরে
কি অভাব তুমি মম
রাখিয়াছ ধরা'পরে।

অশ্রুকণা।

তোমার কৃপায় নাথ
অভাব কিছুই নাই
তবু কি অভাব যেন
বোধ হয় সর্ব্বদাই।
কি যে সংসারের গতি
যত পায় তৃপ্তি-জল
ততই জ্বলিতে থাকে
বাসনার দাবানল!
আমার (ও) এ পোড়া প্রাণ
তীব্র বাসনার বিষ
কি বলিব হায় বিভো!
দহিতেছে অহনিশ।
না,--না, বাসনার বিষ
দহে নি আমার কায়
পুড়িছে হৃদয় মম
শুধু তীব্র নিরাশায়
কেন মোর ভাঙ্গা হিয়া
কি আগুনে পুড়ি আমি
কেন জ্বলে মোর প্রাণ
জান তো অন্তর-যামি!

অশ্রুকণা ।

যাহারে স্বপনে প্রাণ
ভাবে নাই একবার
সে আজ করিতে চায়
এ হৃদয় অধিকার !
সে যে সরলতা-ছবি
তাহার উদার প্রাণ
জানে না সে এ হৃদয়
ভাঙ্গা চোরা শত খান !
তা যদি জানিত তবে
এ ভাঙ্গা হৃদয় হায় !
কেন চা'বে, এ জগতে
ভাঙ্গা ছেঁড়া কেবা চায় ?
যথা সিন্ধু-মাঝে ক্ষুদ্র
তৃণ-কণা যায় ভেসে
সংসার-সিন্ধুর স্রোতে
আমিও তেমনি এসে
ভাসিতেছি, জানি না ক
পাব কি না কূল তার
না,—না, এর কূল নাই
এ অনন্ত পারাবার ।

অশ্রুকণা ।

হে বিভু তোমার পদে
এই নিবেদন মম
কৃপা করি' এ প্রার্থনা
পূর্ণ কর প্রিয়তম
জ্বলিতেছে এ হৃদয়ে
যে তীব্র যাতনানল
নিভাক্ তাহারে তব
প্রেমামৃত শান্তি জল ।

২৩

কিছু নাই।

এ হৃদয়ে কিছু নাই
এ যে দগ্ধ মরুভূমি
কেন এ হৃদয়ে মিছা
স্নেহ-কণা চাহ তুমি ?
স্বর্গীয় অমিয় মাখা
ছিল আগে যে হৃদয়।
আজ তাহে কিছু নাই
কেবল যাতনা-ভয়।
সুখ, সাধ, ভালবাসা
যা' ছিল হৃদয়তলে
সকলি দিয়াছি সেই
ভাসা'য়ে অতল জলে,
কোথা পাব স্নেহ-কণা
কোথা পাব প্রেম প্রীতি
এ হৃদয়ে কিছু নাই
আছে শুধু পোড়া স্মৃতি।

২৪

আবাহন।

কে তুমি গো মোরে আজ
　　ভালবাসা ঢালি' দিলে
কেমন দেবতা তুমি
　　জানি না কোথায় ছিলে ;
আমারে আদর, স্নেহ
　　জগতে করে না কেউ
সতত এ পোড়া প্রাণে
　　ছুটিছে বিষাদ-ঢেউ।
কে তুমি গো মরু-হৃদে
　　ঢালিলে অমৃতধারা
অভাগীর ভাঙ্গা হিয়া
　　করিলে পাগলপারা ?
কে তুমি বাজা'লে হেন
　　আঁধারে মধুর বাঁশী
কে তুমি ফুটা'লে আজ
　　বিশুষ্ক কুসুম-রাশি ?

অশ্রুকণা।

কে তুমি জানি না হায়
হেন ভীম বরষায়
ভেদিয়া জলদ জাল
বহা'লে মলয় বায় ?
যে হও সে হও তুমি
তাহা শুনি' কায নাই
শুধু তোমা' সখাভাবে
চাহে প্রাণ সর্ব্বদাই।
বড়ই অসুখী আমি
এ বিশাল ধরাতলে
পুড়িছে হৃদয় সখা
নিদারুণ দাবানলে
পেলে তোমা' সখাভাবে
জুড়াবে পরাণ মন
মন-সুখে কত কথা
কব তবে দুই-জন।
গণিব জাহ্নবী-ঢেউ
দু'জনে জাহ্নবী-তীরে
শ্যামা পাপিয়ার গান
দু'জনে শুনিব ধীরে।

ঢেলে দিব ও হৃদয়ে
মোর তপ্ত আঁখিজল
আর গাব হরিনাম
মরমে পাইতে বল।
কি হবে আমার সখা
এক করি' দু'টী প্রাণ ?
কাঁদিয়া কাঁদিয়া গাব
প্রাণেশের গুণগান।
যদি হে কাঁদিতে পারি
এক করি' দু'টী প্রাণ
ছুটে আসিবেন তবে
প্রেমময় ভগবান।
আমারে ঘৃণায় সবে
চরণে দলিয়া যায়
তুমি কেন এত স্নেহ
ঢালি' দিলে এ জনায় ?
যদি এত স্নেহ মোরে
করিলে হে অরপণ
এস তবে স্নেহনীরে
করি তোমা' তরপণ॥

২৫

আবার ডাক।

কে তুই রে মরুহৃদে
ঢালিলি অমৃতধারা ?
তোর ওই 'মা' কথায়
হইনু আপন-হারা
তোর ওই কচিমুখে
'মা' বলি আবার ডাক্
আমার এ দগ্ধ প্রাণ
শীতল হইয়া যাক্ ।
উথলিল হৃদি-উৎস
তোর ওই 'মা' কথায়
উজলিল আশা-বাতি
নয়নেতে পুনরায় ।
আমি যে রে সুখ সাধ
সব দিয়ে বলিদান
ভেসে ভেসে বেড়া'তেছি
লইয়া ভগন প্রাণ

ভেবেছিনু চিরদিন
এইরূপে যাবে হায়!
দাঁড়া'তে একটু ঠাঁই
পাব না ক এ ধরায়
ভাঙ্গিল সে ভ্রম মোর
তোর ওই 'মা' কথায়
তুই যে আমায় দিলি
আবার স্নেহের ছায়।
তুমি যে রে বাপধন
এক ফোঁটা কচি ছেলে
ভিজাইলে পোড়া বুক,
এত সুধা কোথা পেলে?
তোর বুকে বহিতেছে
অনন্ত প্রণয় হায়
ও পূত প্রণয়ে যে রে
সারা বিশ্ব বাঁধা যায়।
কোথা পেলি এত প্রেম
জুড়া'তে এ পোড়া প্রাণ?
এ অমূল্য ধন বুঝি
বিভুর করুণা দান!

যদি মোরে 'মা' বলিয়ে
ডাকিলি রে মমতায়
আয় তবে বুকে করি
আয় বাপ্! আয়—আয়;
এ হৃদয় পাপে পূর্ণ
নাহি বিন্দু প্রেম তায়
তোর কাছে বিশ্ব-প্রেম
আজি রে শিখিব আয়।
কত খুঁজিয়াছি তবু
প্রেম নাহি পাইলাম
প্রেমের ভাণ্ডার শিশু!
এতদিনে বুঝিলাম।
জগৎ সংসারে পুনঃ
তোর প্রেমে বাঁধি' ঘর
তোরেই লইয়া বুকে
সুখে রব নিরন্তর।
আবার ডাক্‌রে বাছা
তোর সে মধুর স্বরে
তোর যে কথায় আজ
মরা হৃদে সুধা ঝরে॥

২৬

এই সেই ঘর।

সে আমার গেছে চলি'
ছাড়িয়া এ ধরাধাম
মিটিয়াছে সব আশা
ফুরা'য়েছে সব কাম।
সব (ই) সেই আছে পড়ে'
শুধু নাই একজন
এই সে সাধের গৃহ
এই সেই পরিজন।
তার সব ফেলে রেখে
সে কোথায় চলে গেছে
জানি না তো কার তরে
এখনো র'য়েছি বেঁচে ?
আমি এবে কেঁদে কেঁদে
বেড়াই আশার পাছে
মনে হয় সে বুঝি গো
কোথায় লুকা'য়ে আছে।

তাই প্রাণ খোঁজে সদা
কায়া-মাঝে ছায়া খানি
খুঁজিয়া পাই না কভু
মিছে খোঁজা তা'ও জানি ।
কেঁদে কেঁদে ডেকে ডেকে
পরিশ্রান্ত হ'ল প্রাণ
সে আমার কোথা আছে
বলে' দাও ভগবান্ ।
সেই শেষ দিনে তার—
আঁখি কি ফিরা'তে পারি
স্বর্গীয় রূপের ছটা
কি হেরিনু মুখে তা'রি ।
তখনো মরণ তার
পাণ্ডুর পরশে হায়
প্রাণহীন করে নাই
সে উজ্জ্বল প্রতিমায় ;
মরমের অশ্রুধারে
অন্ত্যেষ্টি করেছি যার
কেমনে তাহার স্মৃতি
ফিরে আসে পুনর্ব্বার

২৭

কেন নিলে ?

দিয়ে পুনঃ কেড়ে নিলে
এ কেমন দয়া তব ?
চারিদিকে চেয়ে দেখি
পড়ে' আছে তারি সব।
র'য়েছে অনন্ত ধরা
বল সে কোথায় আছে ?
বারেক দেখাও পথ
যাই আমি তার কাছে।
ভুলিবার নাহি কিছু
কেমনে ভুলিব তারে ?
হৃদে জাগে সে মূরতি
ভাসি সদা অশ্রুধারে।
তাহার অভাবে হেরি
চারিদিক্ শূন্যময়
প্রাণের পুতলি মোর
কেড়ে নিলে দয়াময় !

অশ্রুকণা ।

ঘুরিয়া ফিরিয়া যাবে
কত বর্ষ কত মাস !
আমি পড়ে' রব হেথা
বুকে ল'য়ে হা হুতাশ ।
ঘোষণা রাখিয়া গেল
অবনীতে কীর্ত্তি তার
এ সংসার বিষ-ময়
সহিতে পারি না আর ।
একটী অবোধ শিশু
দিয়ে গেল মোর করে
আপনি চলিয়া গেল
চির-শান্তিময় ঘরে !
তাহার সে কথা গুলি
এখনো আমার কাণে
ঢালিছে অমৃতধারা
বিষাদ করুণ তানে ;
রেখেছ যতনে তারে
আমি না ভাবিব আর
কি খাবে—কোথায় রবে,
সকলি তোমার ভার ।

দু'দিনের তরে প্রভো !
রেখেছিলে মোর কাছে
আবার ফিরা'য়ে নিলে
তবু সে আমারি আছে।
কেন সে আমার বলি—
সে তো গো আমার নয়।
ভ্রান্তিরে এখনো কেন
করে' আছি সমাশ্রয় !
ক্ষীণ সে শরীর খানি
বড় ব্যথা পেয়ে গেছে।
তোমার শীতল-ছায়ে
এখন সে ঘুমিয়েছে,
রেখো নাথ ! রেখো তারে
দিয়ে শত আবরণ
তোমার স্নেহের কোলে
রেখো তারে ভগবন্ !

২৮

নিমিষের তরে।

নিমিষের তরে এসেছিল হেথা
আনমনে পথ ভুলিয়া
নিমিষে জানালে সুখ দুখ কত
আঁখি পানে আঁখি তুলিয়া।
নিমিষের দেখা নিমিষে ফুরা'ল
স্বপনেরি মত সহসা
এ পরাণে মম জাগিয়া রহিল
শুধু স্মৃতি, শুধু পিয়াসা ;
ছিঁড়ে চলে' গেল গাঁথা মালা তার
ব্যথা টুকু দিয়ে আমারে
সে দিন হইতে ব্যথাই গাঁথিয়া
রেখেছি হিয়ার মাঝারে।
যেন সে চকিতে লুকা'ল কোথায়
সময় না পেনু সাধিতে
ফিরে দেখা তার পাব না কি আর
রহিব কেবলি কাঁদিতে ?

অশ্রুকণা।

বিষাদের হাসি হেসে চলে গেল
বিষাদ-সাগরে ভাসা'য়ে
ছিল যে,আমার সে গেল কোথায়
নিমিষের তরে হাসা'য়ে
কেন দেখা দিয়ে লুকা'ল আবার
কেন সে করিল ছলনা
না, না, সে তো কোন করে নাই ছল
আমিই অভাগী ললনা।

২৯

অশ্রুজল।

কাঁদিতে জনম মম চিরদিন কাঁদিব
কাঁদিতেই ভালবাসি কেঁদে সুখী হইব।
যদিও তাহার স্মৃতি হৃদি মোর দহিবে
তবুও সে মুখ স্মরি' হিয়া সুখী হইবে।
যদিও জলদ, ভীম অশনিরে হানিছে
সেই তো ধরায় পুনঃ স্নিগ্ধ নীর ঢালিছে!
হৃদয়ের আশা মোর সব যাক্ পুড়িয়া
যাউক্ যাতনা-বিষে হিয়া খানি ভরিয়া।
তবুও গো সুখ শান্তি কিছু আমি চাহি না
শুধু অশ্রুজল চাই, তাহা বই জানি না।
হৃদয়ের ধন মোর এই পূত অশ্রু-বারি
এই যে প্রেমের স্মৃতি এ যে উপহার তাঁরি।
তব পদে পরমেশ আর কিছু চা'ব না
শুধু অশ্রুজল দাও, তাও কি গো পাব না?
প্রেম-অশ্রুজলে যেন পাই তাঁরে পূজিতে
তা' ছাড়া কিছুই আশা নাহি আর এ চিতে।

৩০

চাতক।

কেন পাখি! উচ্চৈঃস্বরে ভেদিয়া গগন রে
বলিয়া "ফটিক জল"
ডাকিতেছ অবিরল
শুনিবে কি জলধর তোমার রোদন রে?

বিষম রৌদ্রের তাপে তাপিত হইয়া রে
তৃষায় আকুল চিতে
উড়িতেছ চারিভিতে
"দে জল" "দে জল" বলি' করুণে কাঁদিয়া রে।

ঘন-বারি হেতু তুমি যেমন কাতর রে,
আমিও তাঁহার তরে
তেমনি কাতর ওরে
সে জলদ বিনা সুখী নহে মোর মন রে।

শ্রাবণে বরষা যবে নামিবে ধরায় রে
না জুড়া'তে ভূমিতল
তুই হ'বি সুশীতল
সারা বরষের তৃষা মিটিবে ত্বরায় রে।

মোর জলধর কিন্তু বড়ই কঠিন রে
সে দিল সবারে জল
রহিনু আমি কেবল
উপবাসী বারমাসই সারা নিশি-দিন রে।

না দিল, না দিল জল, সেও ছিল ভাল রে
অকস্মাৎ একি কাজ
বুকেতে হানিয়া বাজ
চিরতরে ক্রোধভরে শূন্যেতে লুকা'ল রে।

৩১

স্বপন।

ঘুমেতে সে ছবি কেন
জাগে এ নয়ন-পরে
সে বাঁশী আবার কেন
বাজে এ নিরালা ঘরে ?
নিশার স্বপন সে যে
চকিতে ফুরা'য়ে গেছে
তাহারি স্বপন পুনঃ
কেন মনে জাগিতেছে ?
ফুল তো চলিয়া গেছে
সুবাস র'য়েছে তার,
সুর গেছে, রেশ টুকু
বাজে কাণে বার বার।
গেল যদি সুখ-সাধ—
গেল যদি ভালবাসা
কেন গো না যায় তবে
বুক ভরা পোড়া আশা ?

———

৩২

স্মৃতি।

অয়ি স্মৃতি! এস না লো—
এস না হৃদয়ে মোর,
হৃদয় শতধা হবে
বারেক পরশে তোর;
তাই বলি রও দূরে
এস না নিকটে আর,
কি পাইবে দগ্ধ হিয়া
করি চূর্ণ—ছারখার?
এ হৃদয়ে কিছু নাই
সকলি অঙ্গার-ময়,
আবার পোড়া'য়ে তারে
করিবে কি ভস্ম-চয়?
নিশা-যবনিকা-ঢাকা
দিবসের দৃশ্য সম
আজিকার অন্তরালে
অতীত রয়েছে মম।

খুলো না সে আবরণ
ধরি তব দু'টি কর
খুলিলে সে আবরণ
হিয়া হবে জর-জর ।
একি, একি !—শুনিলে না
মিনতি-বারণ মোর
আনিলে অতীতে টানি'
সুমুখে করিয়া জোর ?
কেন সে ঘটনাগুলি
নিকটে আনিয়া তুমি
নিমেষে করিলে হিয়া
ছায়াহীন মরুভূমি !
ছিল যা অঙ্গার, তারে
পোড়া'য়ে করিলে ছাই
মোর সনে কি শত্রুতা
তোমার,—না ভেবে পাই
তুমি যদি জ্বালাময়ি !
না রহিতে ধরাপর
দুঃসহ জীবন-ভার
ফেলে' কি পালা'ত নর ?

৩৩

জীবন গীতি।

জীবনের সে এক অধ্যায় ;
মা বাপ সোহাগ-ভরে
রাখিতেন বুকে ক'রে
পেতেন বেদনা, ভূমে নামা'তে আমায়,
জীবনের সে এক অধ্যায়।
স্নেহ পরিপূর্ণ কায়ে
জড়াইয়া বাপ মায়ে
দিতাম হৃদয় মোহি', হাসির ছটায়
জীবনের সে এক অধ্যায়।
সরল তরল প্রাণ
ভাই বোনে প্রীতিদান
কামনা বাসনা সব বিলুণ্ঠিত পায় ;
জীবনের সে এক অধ্যায়।
মিলিয়া সঙ্গিনী-সনে
খেলা-ঘরে ফুল্ল মনে
ধুলার রন্ধন ভাত কত মমতায়

জীবনের সে এক অধ্যায় ।

গিয়া সে ঠাকুর বাড়ী
প্রাতঃ সন্ধ্যা তাড়াতাড়ি
নমস্কার করা সেই **হংসেশ্বরী** পায়
জীবনের সে এক অধ্যায় ।

মিলিয়া সঙ্গিনী সনে
কুসুমিত ফুলবনে
কভু লুকোচুরি খেলা সায়াহ্ন বেলায়
জীবনের সে এক অধ্যায় ।

সেই শুভ পরিণয়
সমগ্র জীবনময়
কি যেন জ্বলিল ভাতি' প্রদীপ্ত বিভায়
জীবনের সে এক অধ্যায় ।

সাজিয়া নূতন বেশে
গেলাম নূতন দেশে
বিনা অপরাধে তারা ! দলিলি তু'পায়
জীবনের সে এক অধ্যায় ।

জীবন্তে মৃতের প্রায়
বলি দিয়া আপনায়
যোগা'তে পরের মন শিখিনু ধরায় ;

অশ্রুকণা।

জীবনের সে এক অধ্যায়।
সুখ, সাধ, শান্তি গুলি
মরম হইতে তুলি'
তার পরে সঁপিলাম অনল-শিখায়—
জীবনের সে এক অধ্যায়।
জানিয়া আপন জন
যাহাকে সঁপিনু মন
চরণে দলিয়া সেও গেল অমরায়
জীবনের সে এক অধ্যায়।
তবু না বুঝিনু ভুল
গেল না যাতনা মূল
কি যে কুহেলিকা তাহা না বুঝিনু হায়!
জীবনের সে এক অধ্যায়।
এইরূপে একদিন
হব মৃত্তিকাতে লীন
তখনো কেহই ফিরে চাহিবে না হায়!
সেই শেষ জীবন অধ্যায়।

৩৪

অভিমানে।

অভাগা অধম আমি
জগতে মিলে না ঠাঁই
কাঁদিব কাহার কাছে
তুমি তো জগতে নাই,
কেউ না আদর করে
কেউ নাহি ভালবাসে
কেঁদে কেঁদে ম'রে গেলে
কেউ না হাসা'তে আসে।
সবে চায় রাঙ্গা চোখে
সবে বলে দূর ছাই
কাঁদিব কাহার কাছে
তুমি তো জগতে নাই।
সেকালের সাথীগুলি
আর তো আসে না কাছে
লাগে বা তাদের গায়
আমার বাতাস পাছে ;

অশ্রুকণা।

আগে তো মল্লিকা বেলি
দেখা হলে দিত হাসি
ফুরা'য়েছে সে সুদিন
গেছে ভাল-বাসাবাসি।

আগে ছিল এই বাড়ী
ফুলে ফুলে ফুলময়
আজি শুধু মরুভূমি
কেমনে পরাণে সয়

"আহা" "উহু" দু'টি কথা
নাহি আর মোর তরে,
নিঠুর পিশাচ দেশে
থাকিব কেমন ক'রে ?

সেই ছিল এই ঘর
অলকা—অমরাপুরী
আজি শুধু চিতাময়
শ্মশানে শ্মশানে ঘুরি ;

আগুন জ্বেলেছে এরা
আমারে করিতে ছাই
লুকা'ব কাহার কাছে
তুমি তো জগতে নাই।

সংসারের পদচাপে
মুখ দিয়া রক্ত উঠে
আগুনে গলিয়া প্রাণ
বুকে বুকে ঢেউ ছোটে।
এমন করিয়া আর
কত রব' ভাবি তাই
কাঁদিব কাহার কাছে
তুমি তো জগতে নাই।

৩৫

সহেনা।

এ স্নিগ্ধ-প্রভাতে সকলেই হাসে
আমি মরি শুধু কাঁদিয়া
নিরাশায় ভাঙ্গা এ হৃদয়খানি
কত রাখি আর বাঁধিয়া ?
তুমি তো সুদূরে গিয়াছ চলিয়া
ভাসা'য়ে বিষাদ-সাগরে
চরণে দলিয়া ব্যথিত করিয়া
ফেলিয়া গিয়াছ আমারে ;
দুঃখের পশরা চাপাইয়া শিরে
চলিয়া গিয়াছ হাসিয়া
আমি এ পশরা বহিতে পারি না
তাই মরি সদা কাঁদিয়া।
যত ব্যথা দিলে সকলি সহিনু
আর যে গো আমি পারি না
চরণ-আশ্রিতা দাসীরে তোমার
ওগো আর দুঃখ দিও না।

এবে কৃপা ক'রে ডেকে নাও মোরে
যাই তব পাশে চলিয়া
যা করিলে ভাল, আর কায নাই
নাও মোরে এবে ডাকিয়া।
জীর্ণ এ হিয়া হ'য়েছে আমার
দারুণ যাতনা সহিয়া
আর তো সহে না— আর যে পারি না
যায় এ হৃদয় ফাটিয়া।

৬

৩৬

যাই।

এতদিন পরে যদি
ডাকিলে আমায় তুমি
নিয়ে চল ত্বরা ক'রে
তোমার চরণ চুমি।
কাতর হ'য়েছি বড়
এ জগতে শান্তি নাই,
শান্তিহারা প্রাণ মোর—
সুখ আর নাহি চাই।
ফেলিয়ে যেওনা মোরে
দাঁড়াও গো যাই—যাই,
দেখাও তোমার আলো
পথ খুঁজে নাহি পাই।
শুধু সমাজের তরে
আমি তো কাতর নয়
রিপুদের ভয়ে মোর
কাঁপিতেছে এ হৃদয়।

অশ্রুকণা ।

অজ্ঞান-তিমির-রাশি
রহিয়াছে পথ ঘিরি'
তাহাতে বিরহ-ফণী
বেড়াইছে ফিরি ফিরি',
দাঁড়াও গো যাই আমি
জ্ঞানের আলোক জ্বালো
অমর প্রেমের মন্ত্র
আমার শ্রবণে ঢালো।
সংসার-অনলে মোর
হিয়া দগ্ধ-মরুভূমি
যাব গো তোমার সনে
দাঁড়াও,—দাঁড়াও তুমি।
মায়াপাশে আছি বদ্ধ
চলিতে পারি না তাই
ছিঁড়ে দাও মায়াপাশ
তব সনে চলে' যাই।

৩৭

তোমারি কাজে।

তোমারি এ বিশ্বমাঝে
এসেছি তোমার কাজে
কতদিন,—তবু সব বাকী
কবে তার শেষ হবে
কে তাহা বলিয়া দিবে
তোমা' ছাড়া আর সবে ডাকি
জন্ম, সে মৃত্যুর তরে
তবে কেন বুকে ধরে'
প'ড়ে আছি এত ভালবাসা ;
হৃদয়-উচ্ছ্বাস কেন
অন্তরে জাগায় হেন
ব্যর্থ প্রেম, মরীচিকা-আশা ?
এ সব ভুলিতে দাও
চরণে টানিয়া নাও
ভক্তিময় ক'রে দাও প্রাণ,
সাধিতে তোমার কাজ

উদ্যম জেগেছে আজ
তবাদেশে ;—হে কর্ম্মপ্রধান !
কেবা গেল আগে পিছে
তার লাগি' শোক মিছে
এখানে তো আসা কর্ম্মভোগ ;
যে গেল সে গেল চ'লে
কর্ম্ম অবসান হ'লে
হ'ল তার ভোগের বিয়োগ।
কেন আঁখিজল আসে
মরণ দাঁড়া'লে পাশে ?
মরণ কি এতই ভীষণ ?
এ ভঙ্গুর দেহখানি
মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিবে জানি
তবে কেন বৃথা এ রোদন ?
শিখাও, শিখাও তুমি
হে মোর বিশ্বাসভূমি !
তব মন্ত্র,—এই তো সময়,
বিশ্বপতি বিশ্বনাথ
ঘুচাও এ শোক তাত !
মায়াশূন্য কর দয়াময়।

অশ্রুকণা।

চাহিব না কারো পানে
চলে' যাব এক টানে
সাধি' নিজ জীবনের কাজ,
করুণার অশ্রু থাক্
ব্যথা থাক্, প্রেম থাক্
লুকাইয়া হৃদয়ের মাঝ।
অতৃপ্ত কামনা যত
তারা হিল্লোলের মত
জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত,
আমার মাথার কিরে
সপত্নী মায়ার শিরে
কর প্রভু, কর বজ্রাঘাত।

৩৮

নিশীথে একাকী।

জীবনে সহিতে যাহা
এসেছি হেথায় ভেসে
সহি তাই, সুখ-স্মৃতি
কেন হাত ধরে হেসে ?
ও হাসি দেখিলে হায়
প্রাণ যে কেমন করে,
ও মুখ হেরিলে কত
গত-কথা মনে পড়ে।
কেন এত টানাটানি
প্রীতির উচ্ছ্বাস হেন,
হৃদয়ে পশিয়া আজি
ঢালিছে অমৃত কেন ?
কোথা না খুঁজেছি তোমা'
করি আগে প্রাণপণ
তখন দাও নি দেখা
ছিলে কোথা নিমগন ?

অশ্রুকণা।

আজ তো সাধি নি আমি
তবে কেন এলে স্মৃতি
গভীর মরমতলে
দিতে গো একটু প্রীতি ?
যা আছে কাড়িয়া নিতে
এসেছ আবার সখা ?
দিয়েছ যা লবে ফিরে
তাই কি দিয়েছ দেখা ?
দিলে যদি সুখী হও
দিয়েছ যা লও তবে
নিঃস্ব কর ক্ষতি নাই
আমায় সকলি সবে।
যে দিন ত্যজিয়া যাব
সংসারের সাধ আশা
যে দিন ত্যজিয়া যাব
স্নেহ প্রেম, ভালবাসা,
ত্যজিয়া যা কিছু মোর
নারীজীবনের সার ;
সেই দিন পার, দিও—
অশ্রুবিন্দু উপহার।

মরণের কোলে নাই
　　　　বিরহের হাহাকার
নীরবে সেথায় অশ্রু
　　　　ঝরে যেন একবার
না পার, চাহি না তা'ও
　　　　হোক্ সবি অবসান ;
ঋণশোধ দিনে আর
　　　　কি হেতু লইব দান ?

৩৯

এস না।

মরণ !   চরণে ধরি
এখন এস না কাছে
এখন ও মরমে মোর
কত সাধ আশা আছে
যদিও কঠোর ঘায়
ভাঙ্গিয়া গিয়াছে প্রাণ,
তবু মোর সাধ আশা
হয় নাই অবসান।
যতদিন রবে প্রাণ—
যতক্ষণ রবে শ্বাস
ততদিন অবিরত
পরাণে জাগিবে আশ।
এখনও খাটিতে সাধ
র'য়েছে জগতে মোর
এখনও জগতে মোর
চিত্ত আছে হ'য়ে ভোর।

তুমি কেন উঁকি মার
আমার জীবন-পাশে
কেন মোরে পলে পলে
বাঁধিতেছ দৃঢ় ফাঁসে ?
তুমি যদি কোলে লও
ভুলিব পুরাণো গান
যে স্মৃতির গাথা আজো
বাঁচা'য়ে রেখেছে প্রাণ।
দগধ হৃদয় ল'য়ে
প'ড়ে আছি নিরাশায়
কেহই না ডাকে মোরে
কেহই না ফিরে চায়।
তুমি কেন ডাক মোরে,
মোরে ডাকি' কিবা ফল ?
আমারে ফেলিতে দাও
দুই ফোঁটা অশ্রুজল।
কামনা, বাসনা, সাধ
দিয়া যবে বলিদান
কাতরে ডাকিবে তোরে
আমার অবশ-প্রাণ—

সেই দিন সখা-ভাবে
আসি' দিও আলিঙ্গন
এখন এসনা কাছে
রাখ এই নিবেদন ।

৪০

বসন্তে।

ছুটিছে মলয় যেন
আজ নব অনুরাগে
গুঞ্জরিছে অলিকুল
সতত পঞ্চম রাগে
আকাশে উঠিছে শশী
বাগানে ফুটিছে ফুল
শাখায় শাখায় গাহে
শ্যামা, পিক, বুলবুল।
মাঝে মাঝে "চোখ গেল"
বলে' ডাকে পাপিয়ায়
তার "চোখ গেল" শুনি'
মরম বিদরি' যায়।
নীলাকাশে খেলে কভু
ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘদল
কখনো চাতক তাহে
কাতরে চাহিছে জল।

অশ্রুকণা।

নিরমল নদীজল
ধীরে ধীরে যায় ব'য়ে
চলিছে তরণী কত
প্রবাসীরে গৃহে ল'য়ে।
মরা গাছে তীরে তীরে
জড়া'য়ে সবুজ লতা
দাঁড়া'য়ে র'য়েছে কত
অচেতন পতিব্রতা।
যে দিকে চাহিয়া দেখি
সে দিক্ প্রফুল্ল আজ
খণ্ডিতা বসুধা যেন
পরেছে মিলন-সাজ ;
জ্বালিয়া রেখেছে দীপ
বিমল চাঁদিমা ভাতি
গাঁথিয়াছে কবরীতে
গোলাপ, মল্লিকা, জাতী ;
নাথের আহ্বানে যেন
সাজা'য়ে রেখেছে বালা
নব পত্র মুকুলেতে
নবীন মঙ্গল ডালা।

৪১

উষা।

কে তুমি গো ধীরে ধীরে
খুলিলে পূরব-দ্বার
কি সুন্দর চারু-কায়
মরি মরি কি বাহার !
কে তোরে আনিল হেথা
বল গো মিনতি করি
শান্তিতে ডুবিল প্রাণ
তোর সোণামুখ হেরি ।
তোর ললাটের ফোঁটা
জগত ক'রেছে আলা
উজলিছে রূপছটা
শিশির-মুকুতা-মালা !
তব জ্যোতির্ম্ময়-পদে
নিশার তারকারাশি
প্রণমিছে সসম্ভ্রমে
বিদায় লইতে আসি' ;

অশ্রুকণা ।

তরুণ তপন ঢালে
কনক-অঞ্জলি পায়
আপনি মলয় আসি'
করিছে মৃদুল-বায় ।
তুমি যে কি, তাহা আমি
বারেক বুঝিতে চাই
কিন্তু তুমি কি যে তাহা
ভাবিয়া নাহিক পাই ;—
তুমি কি ফুলের হাসি
রাগিণী পুরবী তান
কিম্বা তুমি প্রেমিকের
হৃদয়-মাতান গান
তুমি কি প্রেমের অশ্রু
বালকের আধভাষা
কেন তোমা' হেরে মোর
না মিটে প্রাণের আশা ?
যে হও সে হও তুমি
তাহে নাহি প্রয়োজন
আমি জানি তুমি শুধু
আমারি আপন-জন ।

যে তোমারে পাঠাইল
　　　করি' এত মনোহর
আমার নয়নে, মনে
　　　পূজি তাঁরে নিরন্তর।

৪২

আয়েষা।

(দুর্গেশনন্দিনী হইতে)

১

নারীকুলে কোহিনুর
তুমি স্বরগের ফুল
ধরায় একটী নাই
আয়েষা ! তোমার তুল।

২

ও কোমল হিয়া খানি
স্বরগের ছবি যেন
ধরায় দেখিনি মোরা
কভু পবিত্রতা হেন।

৩

প্রেম, প্রীতি, ভক্তি, স্নেহ,
ন্যায়, সহিষ্ণুতা দিয়া
একাধারে ও হৃদয়
কে রাখিল নিরমিয়া ?

৪

সেই তেজঃপূর্ণবাণী
"শুন শুন ওস্‌মান!
এই বন্দী প্রাণেশ্বর
এরেই দিয়াছি প্রাণ।"

৫

সে কথা স্মরিলে পর
পুলকে হৃদয় ভরে
এমন নির্ভীক-প্রেম
দেখি নাই ধরা'পরে।

৬

তা' ছাড়া পবিত্র প্রেম
এমন কোথায় রয়
পরার্থে আপনা-হারা
তব সম কেবা হয়?

৭

এ জগতে সবাই তো
প্রণয়ে পাগল-পারা
কিন্তু তব সম প্রেমে
হয় কেবা আত্মহারা?

৮

জগতের পদ-প্রান্তে
ঢালিয়া দিয়াছ প্রাণ
অনন্ত প্রণয় তব
নাহি তার পরিমাণ।

৯

তোমার প্রণয় দেবি!
কি গভীর কি মহান্
বুঝিতে পারে নি তাহা
অপ্রেমিক ওস্‌মান্।

১০

তাই ওস্‌মান হায়
নিতান্ত মূর্খের মত,
জগতে বাসিতে ভাল
নিষেধ করিত কত।

১১

নাহি কাণ্ডজ্ঞান তার
নদীরে ধরিতে চায়!
বোঝে না সে, ভালবাসা—
দিয়া না ফিরান যায়।

১২

সিন্ধুগামী নদী, তার
গতি কে রোধিতে পারে ?
বাধা পেলে আরো সে যে
ধায় মহাবেগ-ভরে।

১৩

তিলোত্তমা দিয়াছিল
জগতে যা' কিছু তার
তবু স্বার্থ-বিজড়িত
ছিল যে প্রণয় তার।

১৪

তবু সেই ভালবাসা
জগতে করিল ভোর
জগত ভাবিত বুঝি
নাই সে প্রেমের ওর।

১৫

তিলোত্তমা-ছবি আঁকা
তাহার হৃদয়োপর
বুঝে নি সে তব প্রেম
কি মহান্ কি সুন্দর !

১৬

তবু তাহে তব হিয়া
হয় নাই বিচলিত
জগতের ছবি শুধু
পূজিল তোমার চিত

১৭

জগতের নাম লেখা
শিরায় শিরায় তব
তোমার প্রেমের ছবি
উজলি' রেখেছে ভব ।

১৮

প্রাণ ভরি' ভালবাসি
না পাইলে প্রতিদান,
তবু দিনেকের তরে
কর নাই অভিমান ।

১৯

তোমার প্রণয়ে দেবি !
আকাঙ্ক্ষা কিছুই নাই,
একটানা স্রোত সম
বহে তাহা সর্ব্বদাই ।

২০

হাসিয়া পরের করে
সঁপিলে হৃদয়-ধনে
কে কোথা এমন কায
পারিয়াছে এ ভুবনে ?

২১

হৃদয়ের সুখ সাধে
জলাঞ্জলি দিয়ে হায়
শত অনাদর সহে
বল আর কে কোথায় ?

২২

তোমার তুলনা নাই
এ বিশাল ধরাতলে
তোমার গৌরবে আজ
গরবিণী নারীদলে।

২৩

নারীকুলে ঘৃণা করে
অবোধ পুরুষ-দলে
বলে তারা "নারী-হিয়া
কেবল পূরিত ছলে।"

২৪

সহিষ্ণুতা, স্নেহ, প্রেম
তাদের হৃদয়ে নাই
অবলা চঞ্চলা নারী
বলে তারা সর্ব্বদাই।

২৫

কায কি তর্কেতে মোর
কায কি কথায় আর
যে বলে, আদর্শ খানি
দেখুক সে আয়েষার।

২৬

দেখুক সে আয়েষায়
পবিত্র প্রেমের ছবি,
বল-বীর্য্য দিয়ে আঁকা
উজল উষার রবি।

২৭

মিথ্যা কথা,—স্বার্থহীন
প্রেম রমণীতে নাই ;
দেখা'তে সজীব হ'ল
কবির কল্পনা তাই।

২৮

হে অমর কবি! তব
চিত্র চিরদিন রবে
ভক্তি-ফুল-দলে তারে
পূজিব আমরা সবে।

৪৩

উত্তরা।

(মহাভারত)

১

কে তুমি সরলা বালা
অবতীর্ণা ধরাতলে
ও ক্ষুদ্র হৃদয় ভরা
করুণা-জাহ্নবী-জলে ?

২

স্বরগের ভালবাসা
ত্রিদিবের সরলতা
দেখা'তে আনন্দময়ি
তুমি কি আসিলে হেথা ?

৩

ফুলের কোমল ছটা
পূর্ণিমার শশধর
ও হৃদয়-কাছে কিছু
হ'তে নারে অগ্রসর।

৪

উদারতা, গম্ভীরতা,
সরলতা আদি গুণ
একাধারে ভরিয়াছে
তোমার হৃদয়-তূণ।

৫

বিদায় চাহিল যবে
পতি তব যুদ্ধ-তরে
কতই করিলে মানা
পড়িয়া চরণ-পরে।

৬

ভাবী অমঙ্গল ভাবি'
কতই কাতর মন
লতা'য়ে পতির বুকে
ঝরাইলে দু'নয়ন।

৭

সে যবে তা' শুনিল না
তখন আপনি তা'য়
বীর-সাজে সাজাইলে
দৃঢ়-বুকে মমতায়।

৮

তখন কোথায় অশ্রু!
মুখেতে ফুটিল হাসি
সে তো হাসি নয়—
যেন সতীত্বের তেজোরাশি।

৯

"জয়ী হ'য়ে ফিরে এস"
কহিলে সাহস দিতে
কিন্তু এ কি! ভয় কেন
সহসা ভরিল চিতে!

১০

কি কঠোর নিয়তির
বিধান র'য়েছে ভবে—
তোরই ভয়টুকু শেষে
সত্য কি হইল তবে!

১১

স্নেহের পুতুল তোর
ওই গড়াগড়ি যায়
কেন আজ সমাদরে
নিস্ না কোলেতে তায়?

১২

অভিমন্যু-সনে সেই
ছবি ল'য়ে কাড়াকাড়ি।
আর কি হইবে? এ যে
চিরতরে ছাড়াছাড়ি।

১৩

কোথা তোর সেই বেশ
জুড়া'ত যা আঁখি-মন
কেন বা যোগিনীবেশে
হেরি তোরে মা এমন?

১৪

যে চারু কুন্তল গুলি
চুম্বিত চরণতল
আজ তাহা ভস্মমাখা
করে কেন দল-মল?

১৫

সে চারু বসন ছাড়ি'
এ গৈরিক বাস কেন?
কে নিঠুর সাজাইল
মুক্ত-সন্ন্যাসিনী হেন?

১৬

না হ'তে পুতুল খেলা
জীবনের খেলা তোর
ফুরা'ল চকিতে, বুঝি
হ'ল সুখনিশি ভোর!

১৭

ও হৃদয়ে ব'য়ে যায়
কি উচ্ছ্বাস করুণার
হেরিলে সমান ব্যথা
না বাজে বুকেতে কার?

১৮

পরমেশ! কারে তুমি
কিরূপে সাজাও হায়;—
উত্তরা বিধবা;—অহো
হৃদয় ফাটিয়া যায়!

৪৪

ভগ্ন দেবালয়।

একদিন ওইখানে
কত ছিল ধুম-ধাম
কতই জাগ্রত ছিল
ওই শ্যামরায় নাম,
একদিন ওরই মাঝে
দীপমালা শত শত
শোভিত, চকিত হ'ত,
হেরিয়া দর্শক যত।
বাজাইত বাদ্য হোথা
কত শত বাদ্যকর
সে দৃশ্য নেহারি' হত
মোহিত যতেক নর।
সে সুষমা কেড়ে নিল
কেবা হেন নিরদয়
সে কি গো হৃদয়হীন
ক্রুর, শঠ, দুরাশয়?

হায় হায় জানি নাক
কে ওরে করিল হেন
সেজেছে মন্দির আজ
অনাথা বিধবা যেন!
অথবা সমাধিমগ্ন
যথা মহাযোগিবর,
নাহি শোভা, অঙ্গরাগ
ভস্ম-মাখা কলেবর;
শিরোদেশে বটমূল—
যেন লম্বমান জটা
ফুটিছে তাহাতে ওর
নীরব সুষমা-ছটা!
ভিতরে পেচকগণ
তুলি' 'কিচিমিচি' তান
নশ্বর মানব-ভক্তি
কেবল করিছে গান,
সংসারের অনিত্যতা
যে জন দেখিতে চায়,
বারেক সে যেন ভগ্ন
দেবালয়-পাশে যায়।

৪৫

সমুদ্র দর্শনে।

হে মহাসাগর, হে বিপুল-বারি
মোহিত নয়ন তোমার নীরে
কত ঢেউ আসে তুলা-সম ভাসে
আছাড়িয়া পড়ে সোণার তীরে
তোমার গর্জ্জন কে বলে ভীষণ
গুরু-গম্ভীর নিনাদ-ময়
তোমার জোয়ারে তোমার ভঁাটায়
দেখি যেন আমি সৃজন-লয়!
অসীম আকাশ ঘিরি' চারি পাশ
তোমারি বুকেতে ঢলিয়া পড়ে
দূর পর-পার চুমিছে তোমার
সুনীল অধর আবেগ-ভরে।
উদয় যখন চাঁদের কিরণ
দ্রবিত হীরক তোমার বুকে
কোটি কোটি তারা হ'য়ে পথহারা
ঘুরিয়া বেড়ায় তোমার মুখে।

তব ঢেউগুলি আসে ফণা তুলি'
ভেঙ্গে পড়ে পুনঃ বেলায় লেগে
যেন শ্বেত ফণী শিরে শ্বেত মণি
দংশিতে আসে আস্ফালি' বেগে।
তোমার এ পারে ব'সে থাকি মোরা
চেয়ে থাকি ঐ অগাধ-জলে
ঢেউ উঠে কত বাসনার মত
উঠে মিলে যায় অতল-তলে!
সকলি ফুরা'বে সব চলে' যাবে
জীবেরো জীবন বিলীন হবে
অনন্তের তুমি চির লীলাভূমি
তুমি চিরকাল সমান রবে।

৪৬

ভবের হাটে।

বরষা গ্রাসিল বিল
কাটা তো হ'ল না ধান
লাভ মূল সব গেল
রহিল আমার প্রাণ,
সবাই তো একে একে
সময়ে কাটিয়া ধান
ভরিল তাদের গোলা
জুড়া'ল তাদের প্রাণ,
আমিই অভাগা শুধু
ধান কাটি কাটি করি'
আলস্যে রহিনু বসি'
কাটা তো হ'ল না হরি !
জীবন-হেমন্তে হায়
খেলিয়া কাটানু দিবা
বসন্তে করিনু শুধু
বিলাসের পদ সেবা

এইরূপে বৃথা কাযে
কাটাইয়া কতদিন
জীবন-বর্ষায় আজ
হ'য়েছি সর্ব্বস্বহীন।
এ বিশাল ভব-হাটে
লাভ করিবার তরে
পাঠা'য়েছে মহাজন
মূলধন দিয়া মোরে
জীবন-বর্ষায় আজ
গ্রাসিল সকল ধান
লাভ করা দূরে থাক্
মূলেতে পড়িল টান,
দুরদান্ত মহাজন—
কি বলি' বুঝাব তায়
বিষম বরষা মোরে
মজাইল হায় হায়!
লাভের ব্যাপারী আমি
এ ভবের হাটে এসে
লাভ মূল হারাইয়া
চলিনু আপন-দেশে!

জানি না সে মহাজনে
কোন মুখে দিব দেখা
জানি না ললাটে মোর
কি আছে বিধির লেখা !

সমাপ্ত